**অ্যালিস জি. ওয়েলস, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবিষয়ক সাবকমিটির সামনে তিনি এই বিবৃতি তুলে ধরেন।**

চেয়ারম্যান শেরম্যান, রাঙ্কিং মেম্বার ইয়োহো ও সাবকমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ: আমাকে দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার ইস্যুতে সাক্ষ্য দিতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। সহকর্মী গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রমবিষয়ক ব্যুরোর প্রধান সহকারী মন্ত্রী রবার্ট ডেস্ট্রোর সঙ্গে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি মুক্ত ও অবাধ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে প্রেসিডেন্টের উদ্যোগের ভিত্তি হলো দক্ষিণ এশিয়া। যেখানে সব দেশ হবে স্বাধীন, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী। মুক্ত ও অবাধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সফল হওয়া এবং এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জবাবদিহিমূলক শাসন। আর এ জবাবদিহিমূলক শাসনের অন্যতম মূল উপাদান হবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে মানবাধিকারের জন্য আমাদের সমর্থন। আমরা এ অঞ্চলে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি দেখেছি। তবে এখনো বিরাজমান চ্যালেঞ্জগুলোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন রয়ে গেছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতার অভাব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রতি অপর্যাপ্ত সমর্থন।

একটি মুক্ত ও অবাধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তোলার মৌলিক বিষয় হচ্ছে আইনের শাসন এবং ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি আর তা ধরে রাখার ব্যাপারে সরকারগুলোর সক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো এই বিষয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া ও মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করা।

**ভারত**

ভারত একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সুদৃঢ় ও ক্রমবর্ধমান কৌশলগত অংশীদারত্ব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক পরিসরের দিক থেকে বিস্তৃত ও বহুমুখী। অন্য সব দেশের মতোই আমরা ভারতের সঙ্গেও মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইস্যুতে সম্পৃক্ত হই। বিদেশে শিশুসহ যুক্তরাষ্ট্রের সব নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করায় যুক্তরাষ্ট্র যে অগ্রাধিকার দেয় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা অভিভাবক কর্তৃক শিশু অপহরণ পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য ভারতকে চাপ দিয়ে থাকি।

আমি ভারতের সুশীল সমাজ ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে ওয়াশিংটন ও দিল্লিতে বেশ কয়েকটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছি। এর সাম্প্রতিকতমটি হয়েছে গত আগস্টে। আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ স্যাম ব্রাউনব্যাকের সহায়তায় আমার ব্যুরো সন্তুষ্ট। তিনি ভারতীয় সরকারের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করেন এবং এ বছরেই পরের দিকে আবার ওই অঞ্চল সফরের পরিকল্পনা করছেন।

ভারতের  সঙ্গে অংশীদারত্ব করে আমরা গর্বিত। ভারতের সংবিধান দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে দেশটির সব নাগরিককে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার, মত প্রকাশ ও বাক স্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ভারত হলো চারটি অন্যতম প্রধান ধর্মের উৎপত্তিস্থল। সেগুলো হলো: হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন। বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চসংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বীর বাস এখানে। মুসলিমদের মধ্যে আছে শিয়া, সুন্নি ও ভোরা সম্প্রদায়। ভারতের মোট জনসংখ্যার কমবেশি তিন শতাংশ মানুষ খ্রিষ্টান। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো,  দেশটির ২৯ রাজ্যের মধ্যে তিনটি রাজ্যে খ্রিষ্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতের গর্ব করার মতো ইহুদি ঐতিহ্যও রয়েছে। দেশটির সবচেয়ে

পুরোনো সিনাগগটি (ইহুদিদের উপাসনালয়ঁঅনুবাদকের নোট) ১৫৬৮ সালে নির্মিত হয়। তিব্বতের শরণার্থী ও দালাই লামার প্রতি দীর্ঘদিন ধরে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার জন্যও আমরা নয়াদিল্লির প্রশংসা করি। এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে আরও রঙ যুক্ত করেছে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী। প্রতিটি ভারতীয় রুপির নোটে এর মূল্য লেখা থাকে ১৫ টি ভাষায় যা দেশটির বৈচিত্রের এক দারুণ প্রদর্শনী। তবে ভারতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যের ঘটনা (যার মধ্যে আছে গরুকে কেন্দ্র করে দলিত ও মুসলিমদের ওপর আক্রমণ) এবং নয়টি রাজ্যে বলবৎ থাকা ধর্মান্তরবিরোধী আইন দেশটির সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা ভারত সরকারকে সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার পুরোপুরি সমুন্নত রাখা, ঝুঁকির মুখে থাকা নাগরিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ (যার মধ্যে আছে আসামে নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা প্রায় ১৯ লাখ মানুষ), সব ধরনের সহিংসতার নিন্দা করা এবং সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে উৎসাহিত করছি।

গত মে মাসে ভারতের এক ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে ৬৮ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের জমকালো এ প্রদর্শনীতে অংশ নেন সকল ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় এবং আর্থ-সামাজিক শ্রেণির মানুষ। নির্বাচনে নারী ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যণীয়। ভারতের বিশাল আকার এবং উন্নয়নের পথে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে দেশটির বলিষ্ঠ সুশীল সমাজ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে দেশটির ভারাক্রান্ত বিচার ব্যবস্থা এবং অনন্য ধরনের ফেডারেল কাঠামো, যা মাঝে মাঝে আইনকানুন কার্যকর করা ও শাসনকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। দেশটির চার ভাগের একভাগের বেশি মানুষ দারিদ্র্যরেখায় বা তার নিচে বাস করায় স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রায়ই অগ্রাধিকার বাছতে হিমশিম খেতে হয়।

## জম্মু ও কাশ্মীর

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ভারত সরকার গত ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ রদ করে 'জম্মু ও কাশ্মীর' এবং 'লাদাখ' নামে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করার পর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। অনেকে ওই পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমরা তাকে স্বীকৃতি দিই। ওইসব উদ্বেগের মধ্যে ছিল স্থানীয় বাসিন্দা ও তাদের পরিবারের জন্য উদ্ভূত বিভিন্ন ইস্যু।

ভারত সরকার ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বিলোপের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদার, দুর্নীতি হ্রাস এবং সমস্ত জাতীয় আইন জম্মু ও কাশ্মীরে সমানভাবে প্রয়োগ করার (বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে) লক্ষ্যেই তা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলোকে সমর্থন করলেও পররাষ্ট্র দপ্তর কাশ্মীর উপত্যকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। ৫ আগস্ট থেকে সেখানকার প্রায় ৮০ লাখ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের গুরুতর প্রভাব পড়ছে।

লাদাখ ও জম্মুর পরিস্থিতির উন্নতি হলেও কাশ্মীর উপত্যকা স্বাভাবিক হয়নি। পররাষ্ট্র দপ্তর কাশ্মীরের স্থানীয় মানুষ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক তিন মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজনৈতিক নেতাদের আটকের ঘটনায় ভারত সরকারের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো এবং ইন্টারনেট ও মোবাইলসহ সব ধরনের পরিষেবা পুরোপুরি ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। কাশ্মীর উপত্যকায় পোস্টপেইড মোবাইল সেবা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইন্টারনেট সেবা এখনো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকেরা কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে সবিস্তারে সংবাদ প্রকাশ করছেন, কিন্তু অনেকেই নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধের কারণে সব জায়গায় যাওয়া এবং কাজ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। আসল সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন হলেও আমরা মনে

করছি, গত দুই মাসে বেশ কয়েক হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে। তবে অনেককেই পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জন নিরাপত্তা আইনে এখনো শত শত মানুষ আটক রয়েছে। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। জন নিরাপত্তা আইনবলে আটকদের দুই বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে বন্দি রাখা যায়।

ভারত সরকার পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং স্থানীয়দের ক্ষোভের বিষয়গুলো দেখার জন্য যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বলেছে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে কিছু সময় চলার পর জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আমরা যত দ্রুত সম্ভব সেখানে স্থানীয় আইনসভার নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকারকে উৎসাহিত করছি। চলতি মাসের শুরুর দিকে সেখানে অল্প কয়েকজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আশা করি এ বিষয়টি অব্যাহত থাকবে। সরকারি অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলেজ খুলেছে, যদিও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এখনো কম। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কাশ্মীর ইস্যুতে ১৪ নভেম্বর শুনানি গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট হেবিয়াস কর্পাস মামলা পর্যালোচনা করছে। এই পদক্ষেপগুলো ইতিবাচক হলেও এগুলো ঘটবে ধাপে ধাপে। আমরা এসএমএস এবং ইন্টারনেট সেবাসহ দৈনন্দিন সেবাগুলো যত দ্রুত সম্ভব পুরো মাত্রায় চালু করতে ভারতকে জোরালো তাগিদ দেওয়া অব্যাহত রেখেছি।

কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত। সেখানে তরুণদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা নিয়মিতই ঘটছে। ভারতীয় সেনারা গত সপ্তাহে কয়েকটি বন্দুকযুদ্ধে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করেছে। আমরা এ খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন যে, স্থানীয় এবং বিদেশ থেকে যাওয়া জঙ্গিরা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্থবির করে দিতে স্থানীয় অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের আতঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরের জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সমর্থন করে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায় যারা কিনা সংলাপকে নস্যাৎ করতে সহিংসতা ও ত্রাসকে হাতিয়ার করতে চায়।

পাকিস্তান থেকে কাশ্মীরে ঢুকে সহিংসতা চালানো সন্ত্রাসীরা পাকিস্তান ও কাশ্মিরি উভয়ের শত্রু- এ মর্মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্প্রতি যে দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি দিয়েছেন আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছি। নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) পার হয়ে সহিংসতা ঘটাতে চাওয়া লস্কর-ই-তাইয়্যেবা এবং জইশ-ই-মোহাম্মদের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে পাকিস্তানের আশ্রয়প্রশ্রয় দেওয়া স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ। তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করার দায় এখনো পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের। আমরা মনে করি, পাকিস্তানের মাটিতে থাকা সন্ত্রাসী ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ইসলামাবাদের নেওয়া টেকসই ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপের ওপরই কেবল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সফল আলোচনার ভিত গড়ে উঠতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও উভয়েই আলোচনায় বসার জন্য উৎসাহ যোগাতে ভারত-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছেন ও কথা বলেছেন। এর মধ্যে একটি সাক্ষাতের ঘটনা ঘটে সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময়।

আমরা বিশ্বাস করি, ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী সরাসরি আলোচনাই দুই দেশের পারস্পরিক উত্তেজনা হ্রাসের সবচেয়ে ভালো উপায়। ইতিহাস বলছে, এটা সম্ভব। বলা হয়, ২০০৬-২০০৭ সালে  নেপথ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান কাশ্মীরসহ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছিল। একটি কার্যকর দ্বিপক্ষীয় সংলাপ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করা। সীমান্তের অপর পাড়ে সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর

প্রতি পাকিস্তানের অব্যাহত মদদের বিষয়টি এখনো আলোচনার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে।

পাকিস্তানে দেশটির ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়বারের মতো দুটি বেসামরিক সরকারের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে ২০১৮ সালে। এটি একটি উলেখযোগ্য অর্জন এবং আমরা পাকিস্তানের টানা দশবছরের বেশি সময়ের নির্বিঘœ বেসামরিক শাসনের গুরু¡ত্বকে স্বীকৃতি দেই। তবে পাকিস্তান বছরের পর বছর ধরে তার জনগণের পেছনে যথেষ্ট বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশটি গুর্ত্বপূর্ণ সূচকে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৪৫% অপুষ্টির শিকার। ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের ৪৩% নিরক্ষর। মাত্র ৪৬% শিশু মাধ্যমিক শিক্ষা পাচ্ছে। আমরা আশা করি চলমান আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পরিকল্পনার আওতায় পাকিস্তান যে সংস্কারকাজ চালাচ্ছে তা অধিকতর উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রবৃদ্ধির ভিত্তি তৈরি করবে যাতে দেশটির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা পাকিস্তানে কিছু উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে রয়েছে সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার স¡াধীনতার স্থান সঙ্কুচিত হয়ে পড়া। হয়রানি, হুমকি এবং আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসহ সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার ওপর চাপ গতবছরে বেড়েছে। আমরা পাকিস্তান সরকারকে দেশটির সংবিধানে উল্লেখিত আইনের শাসন ও স্বাধীনতাসমূহ সমুন্নত রাখার জন্য আহ্বান জানানো অব্যাহত রাখছি। এর মধ্যে রয়েছে 'পশতুন তাহাফুজ মুভমেন্ট' এর মতো নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা কাঠামোর সমালোচনাকারী সংগঠনগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার। আমরা পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সমস্যাপূর্ণ নিবন্ধন নীতির বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ এটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও পাকিস্তানের জনগণের উপকার করে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাকে বাধাগ্রস্ত করে।

আমরা এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে এবং পাকিস্তানের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে কর্মরতদের প্রতি সমর্থন যোগাতে নিয়মিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের যোগাযোগ করি। এদের মধ্যে রয়েছে সুশীল সমাজের সংগঠন, রাজনীতিক, আন্দোলনকর্মী,ধর্মীয় নেতা ও সাংবাদিক। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে পাকিস্তানিদের মানবাধিকার লংঘন এবং বৈষম্যের শিকার হওয়ার খবর নিয়ে আমরা এখনো গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। অনেক ক্ষেত্রে এসব অন্যায়-অবিচার চালিয়েছে রাষ্ট্র-বহির্র্ভূত শক্তিরা। পাকিস্তান লশকর-ই-জাংভি ও তেহরিক-ই-তালিবান,পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি সৃষ্টিকারী অনেক মারাত্মক সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ থেকে খালাস পাওয়া আসিয়া বিবির রায় ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বহাল রেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাপদে দেশত্যাগ করতে পেরেছেন। আদালতের রায়ে আন্তঃধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর অধিকার হরণ না করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুটিই পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতার উন্নয়নের জন্য জরুরি। কিছু কট্টরপন্থী মহলের জোরালো বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সরকার মূলত আদালতের সিদ্ধান্ত সমর্থনের পক্ষেই অবস্থান নেয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যেমনটি বলেন, 'আসিয়া বিবির মামলার রায় হয়েছে পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী।'

এরপরও পাকিস্তানের আইন ও নীতিগুলো এখনো আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক রয়ে গেছে। দেশটির ধর্ম অবমাননা আইনের অব্যাহত প্রয়োগের বিষয়টি এখনো বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে। এ আইনের জেরে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ভোগ করছে। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠার পর উত্তেজিত জনতার সহিংস আচরণে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। সার্বিক পরিস্থিতির কারণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেও পাকিস্তানকে ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের আওতায় 'কান্ট্রি অব পার্টিকুলার কনসার্ন' (বিশেষ উদ্বেগজনক দেশ) হিসেবে চিহ্নিত করেন।

**বাংলাদেশ**

একটি ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী অনেক মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। একজন নারী সরকারপ্রধানের রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার সহনশীলতা ও বৈচিত্রের জন্য গর্ব করতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে পুরোপুরিভাবে মান্য করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধি পেলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশটির প্রত্যাশার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

গত এক দশকে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। দেশটি হয়েছে অধিকতর সম্পদশালী। ২০১৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নীত হওয়ার পথে রয়েছে। দেশটি গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের সরকার লৈঙ্গিক সাম্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রসহ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রায় পাঁচজনের একজন বাংলাদেশি দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করলেও মাত্র দুই দশক আগে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরই দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকার তুলনায় তা অনেক কম। আরও যেসব অর্জন হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিশুমৃত্যুর হার তিনগুণ কমা এবং একই সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৫০% বৃদ্ধি পাওয়া।

তবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং দেশটির গণতন্ত্রের গতিপথের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ রয়ে গেছে। আমরা এখনো মনে করি সুশীল সমাজের সংগঠনগলোকে যথাযথভাবে কাজ করতে দেওয়া, ব্যক্তি ও দলগুলোকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে দেওয়া (অনলাইনেসহ) বাংলাদেশ সরকারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের আইনসঙ্গত ভ'মিকা পালন করা।

সক্রিয়তার পরিসর ক্রমশই কমে যাওয়া এবং নিয়ন্ত্রণমূলক খসড়া আইনকানুনের কারণে সুশীল সমাজের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। তারা প্রকাশ্য নিন্দার সম্মুখীন, যাদের মধ্যে আছে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় কর্মরত মানবিক সহায়তা কর্মীরাও। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ভয়ে সাংবাদিকরা এখনও সেলফ সেন্সরশিপ চালাচ্ছেন। ২০১৮ সালে এ আইনটি প্রবর্তন করা হয় সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আইনি পন্থা হিসেবে কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে আইনটিতে।

এই লক্ষ্যে আমরা গণতান্ত্রিক শাসনপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানো এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্যের উন্নতি করার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করছি। এর মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম নীতি বিষয়ে নিয়মিতভাবে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করা। আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। সমমনা বেশ কয়েকটি সহযোগী দেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র দেখেছে, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচন অবাধ বা নিরপেক্ষ কোনটাই ছিল না। আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছি, ওই নির্বাচনের প্রাক্কালে সুশীল সমাজ, মিডিয়া ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর পুলিশের দমন ও ভয়ভীতি প্রদর্শন চলেছে। এছাড়া আমরা বাংলাদেশ জুড়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এমন কর্মসূচিতে তহবিল সরবরাহ করেছি। এর মধ্যে

আছে মানবপাচারকারীদের বিচার করার জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সহায়তা। বাংলাদেশের নিজের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনের বিচারে ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গার জন্য দেশের সীমান্ত খুলে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সহযোগীদের স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াটা বাংলাদেশের জন্য গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যেটি কিনা ইতিমধ্যেই বিশ্বের সবচয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। সরকারের হিসাবে কক্সবাজারের স্থানীয় মানুষদের প্রতি একজনের স্থানে শরণার্থী রয়েছে দুজন। রোহিঙ্গাদের জন্য এলাকার মানুষের অথনৈতিক কার্যক্রমে বিড়ম্বনা ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে এবং তারা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে রোহিঙ্গাদের মতোই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সহযোগী। ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্র এজন্য সহায়তা হিসেবে ৬৬ কোটি ৯০ লাখ ডলারের বেশি দিয়েছে। আশু জরুরি সহায়তার প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি আমরা বলে আসছি যে, বার্মাকে (মিয়ানমার) অবশ্যই রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছামূলক, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং আনান কমিশনের সুপারিশমত অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। ভাসান চর উপযুক্ত জায়গা বলে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত সেখানে শরণার্থীদের সরিয়ে নেওয়া স্থগিত রাখতে আমরা বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানাই। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা, দ্বিমুখী বাণিজ্য, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি ৭ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগী। আমরা জোর দিয়ে বলেছি, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের প্রতি পরিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হলে তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রত্যাশা পূরণে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখবে।

## শ্রীলঙ্কা

গত ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার সাংবিধানিক সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃঢ়তাকেই তুলে ধরে। সেই সঙ্গে গত ইস্টারে জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএসের অনুপ্রেরণায় চালানো জঙ্গি হামলার পর সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় সরকারের তৎপরতা মানবাধিকারের নীতিমালার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকেও স্পষ্ট করেছে।

শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১৬ নভেম্বর। আমরা আশা করি এ নির্বাচন হবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত। আমাদের প্রত্যাশা, এশিয়ার প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশটির জন্য মানানসই চিত্রই এ নির্বাচনে দেখা যাবে। দেশটিকে আরও এগিয়ে নিতে সহযোগিতার জন্য আমরা মানবাধিকার, শান্তি পুনঃস্থাপন এবং অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রগুলোতে সহায়তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাব। কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আমরা শ্রীলঙকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করতে এবং দেশটির সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করতে কাজ করি। সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং জবাবদিহিকে এগিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা বাড়াতেও আমরা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কাজ করছি।

আইএসআইএসের অনুপ্রেরণায় ২১ এপ্রিল চালানো জঙ্গি হামলার পর প্রথমদিকে মুসলিমদের (এবং মুসলিম বলে অনুমিত লোকজন) ওপর প্রতিশোধের হুমকি মোকাবিলায় সরকার খুব বেশি তৎপর ছিল না। তবে মে মাস নাগাদ সরকার শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীসহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় তৎপর হয় এবং বড় ধরনের প্রতিশোধমূলক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঠেকাতে সক্ষম হয়।

জনগণের জীবনমান এগিয়ে নিতে বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে শ্রীলংকা এ অঞ্চলে নেতৃত্ব দিয়েছে। ধীরগতিতে হলেও অন্তর্বর্তী বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অর্জন করছে দেশটি। জবাবদিহি, ন্যায়বিচার ও আপোসমীমাংসার ক্ষেত্রে চলতি বছর জেনেভায় শ্রীলংকার দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগকে আমরা উৎসাহিত করব। দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে শ্রীলংকার মানুষের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তী বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার 'অফিস অব মিসিং পারসনস'-কে কার্যকর করায় এবং 'অফিস অব রেপারেশনস' প্রতিষ্ঠা করায় আমরা উৎসাহিত হয়েছি। দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে আদি মালিকদের কাছে জমিজমা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায়ও আমরা উৎসাহিত বোধ করছি।

তবে শ্রীলঙ্কার দেওয়া অন্যান্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ধীর বা কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ রয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে আছে সাংবিধানিক সংস্কার, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইন প্রতিস্থাপন, সত্য ও মীমাংসা কমিশন গঠন এবং পুরনো অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে একটি গ্রহণযোগ্য বিচারিক ব্যবস্থা তৈরি। লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাভেন্দ্র সিলভাকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার করার পর আমরা প্রকাশ্যেই হতাশা প্রকাশ করেছি। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বড় ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং যুদ্ধাপরাধের অভিযোগগুলো গুরুতর এবং বিশ্বাসযোগ্য। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের নথিতে তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌশক্তি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগী দেশ। আমরা এটা স্পষ্ট করে বলেছি যে, জেনারেল শাভেন্দ্র সিলভার পদোন্নতি যুক্তরাষ্ট্রের আইনের আওতায় শ্রীলঙ্কার সঙ্গে উভয়ের জন্য লাভজনক দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা সহযোগিতা কাটছাঁট করতে আমাদের বাধ্য করবে।

আমরা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে এগুলোসহ অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা করি। দেশটির আগামী মাসের ভোটে যিনিই নির্বাচিত হোন না কেন, আমরা আমাদের মানবাধিকার এজেন্ডা নিয়ে সক্রিয় থাকব।

**নেপাল**

আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়াতে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পথে নেপালের উত্তরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে দেশটির সরকারের কাজ করছি। নেপালের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানগুলোর সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য আমরা আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছি। এসব স্থানের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির। এছাড়া ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে এগিয়ে নিতেও আমরা সহযোগিতা করে যাচ্ছি।

সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ এবং জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে আমরা জোর দিয়ে বলি যে, নেপাল ও এর জনগণের উন্নয়নে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলোর সুরক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রায় নেপাল অগ্রগতি সাধন করছে। এর মধ্যে রয়েছে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সুরক্ষা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দেশটির মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাস্তব ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯০ সালে নেপালের প্রতি এক হাজারের মধ্যে ১৪০ টি শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মারা যেত। আর মোট শিশুর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হতো। গত বছরের তথ্য হলো, শিশুমৃত্যুর হার কমে ৩২ এ নেমেছে এবং মাধ্যমিক স্কুলে শিশু ভর্তির হার বেড়ে হয়েছে তিন-চতুর্থাংশ।

নেপালে মুক্ত ও অবাধ গণমাধ্যমের ইতিহাস সাম্প্রতিক সময়ের। দেশটির নাগরিকসমাজ এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যম প্রায়শই মুদ্রিত ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনোরূপ বাধা ছাড়া সমালোচনামূলক মত প্রকাশ করে। নেপালের জনগণ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এসব নীতির সুরক্ষা দরকার। সাম্প্রতিক সময়ে করা অনলাইন মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ আইন ও অন্যান্য কিছু নির্দেশ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সূচনা করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। তবে নেপালের সরকার এ বিষয়ে জনগণের উদ্বেগে সাড়া দিয়ে আইনগুলোকে সংবিধানে দেওয়া অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

নেপালের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো দেশের মানুষের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস চর্চা ও প্রকাশ করার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। তবে বাস্তবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এখনো একটি চ্যালেঞ্জ। ২০১৮ সালে করা নতুন একটি ফৌজদারি আইন 'জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ' নিষিদ্ধ করেছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ঝুঁকিতে ফেলেছে। নেপালের সরকার তিব্বতী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর কিছু বিধিনিষেধ বাড়িয়েছে। এর মধ্যে আছে দালাইলামার জঃঃদিন প্রকাশ্যে পালন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা। নেপালের ওপর চীনের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতী বৌদ্ধদের ওপর দেশটির সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে।

## মালদ্বীপ

২০১৮ সালে ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলির প্রেসিডেন্ট হওয়া মালদ্বীপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক অগ্রযাত্রায় সামিল হয়েছে দেশটি। ওই নির্বাচনে মোট ভোটারের প্রায় ৯০ শতাংশই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এটি গণতন্ত্রের প্রতি মালদ্বীপের জনগণের অঙ্গীকারেরই সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। বছরের পর বছর ধরে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের অবসান ঘটাতে দেশটির মানুষ সংস্কারের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। নির্বাচনের পরপরই আমরা প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম সোলির সংস্কার কর্মসূচির প্রতি সহায়তা এবং দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার সরবরাহ করি। এটা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শুরুমাত্র। যুক্তরাষ্ট্র সরকার মালদ্বীপকে সহায়তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উন্নত অর্থনীতির দেশ। এখানে শিশুমৃত্যুর হার কম এবং শিক্ষার হার বেশি। প্রেসিডেন্ট সোলির সরকার বিচার বিভাগের সংস্কারসহ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে এগিয়ে নেওয়াকে দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার সম্প্রতি দেশের ইতিহাসে প্রথম একজন নারীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তারা দেশটির প্রথম বার অ্যাসোসিয়েশনও গঠন করেছে। তবে ন্যায়বিচার, দুর্নীতি দমন এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য মালদ্বীপের বিচারালয়ের বেঞ্চ ও আদালতকক্ষের জন্য যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া বিচারক ও আইনজীবী তৈরি করাটা দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রেখেই মালদ্বীপ সরকার উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জ দমনে কাজ করছে। মালদ্বীপের পার্লামেন্টে সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইনের সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক হয়। মুক্ত গণমাধ্যম, এনজিও সহায়তা ও স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক নজরদারি এতে সমর্থন যুগিয়েছে। মালদ্বীপ সরকার সিরিয়ায় যাওয়া সেদেশের যোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ফিরে আসা ব্যক্তিদের নতুনভাবে সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে পড়া রোধ করা।

ভুটান

ভুটান দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্রের এক সাফল্যগাঁথা। দেশটির চতুর্থ রাজা ২০০৮ সালে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পথ করে দেওয়ার পর থেকে গত বছর দেশটিতে তৃতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচন ব্যাপকভাবে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এক রাজনৈতিক দল থেকে অন্য দলের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে। ভুটানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও আমরা দেশটির সঙ্গে উষ্ণ ও অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ভুটান দেশের মানুষের জীবনমানেরও উন্নয়ন করেছে। ১৯৯০ সালে দেশটিতে শিশুমৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১২৭। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০- এ। গত ২০ বছরে ভুটানে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন গুণ বেড়েছে। এখন ৯০ শতাংশ শিশু মাধ্যমিক স্কুলে যায়। ভুটান 'মোট দেশজ সুখ' মাপার কথা বলে বিখ্যাত হয়েছে। দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশটি গর্ববোধ করতে পারে।

তবে ভুটানের যে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই তা নয়। এর মধ্যে মানবপাচার একটি। গত বছর আমরা মানবপাচারের র‍্যাংকিংয়ে আমরা ভুটানকে তৃতীয় পর্যায়ে (টিয়ের ৩) রেখেছি। এর ফলে দেশটির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক প্রকারের বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে।

তবে ভুটান আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী। আমরা সরকার ও সুশীল সমাজের সঙ্গে এ সমস্যার সমাধানে কাজ করছি। আগামী তিন বছরে এ সংক্রান্ত কিছু কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে। মানবপাচার বিরোধী আইন সংশোধনের সরকারি উদ্যোগে সহায়তা, মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে একটি প্রমিত মানদণ্ড চূড়ান্ত ও তা প্রচার করা এবং মানবপাচার মোকাবেলা বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই হবে ওই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

## উপসংহার

জনাব চেয়ারম্যান: এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলোতে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আপনাকে এবং এই কমিটির অন্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। দক্ষিণ এশিয়ার এসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সময় ও সম্পদ বিনিয়োগের বিষয়টি আমাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের প্রেসিডেন্ট যে মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার কথা কল্পনা করেন এসব মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি আমাদের সমর্থন সেই অঞ্চলটি গঠন করতে সহায়তা করবে। মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিটি মানুষকে মূল্যবান করে তোলে যার ফলে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। শেষ পর্যায়ে এর ফলে বিশ্বজুড়ে আমাদের বন্ধনগুলো হয় দৃঢ়।

এখানে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগের জন্য ধন্যবাদ। এখন আপনাদের প্রশ্নকে স্বাগত জানাচ্ছি।